Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

বিশিষ্ট মননশীল প্রবন্ধকার মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অন্যতম গ্রন্থ 'সংস্কৃতির কথা'র 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ হলো 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি। প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে দুটি সত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি জীবসত্তা, অন্যটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। মানুষ মাত্রই মানুষ নয়। মানুষ হওয়ার এ বিশেষ কৌশলই হচ্ছে শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষা হলো জীবসত্তা থেকে মানবসত্তার উত্তরণের পদ্ধতি বা অবলম্বন। জীবসত্তার প্রয়োজনে মানুষ বস্তুগত প্রাপ্তি ও স্বার্থকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে ধাবিত হয়। তাই ক্ষুৎপিপাসা, জৈবিক চাহিদা ও অর্থচিন্তার অন্ধ শৃঙ্খলে জীবসত্তা বন্দি থাকে।

প্রাবন্ধিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিকটিই বড় করে দেখেছেন এবং বলেছেন, শিক্ষার মারফতে মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, পাশাপাশি অন্ন-বস্ত্রেরও সুব্যবস্থা করা যায়। কারণ মনুষ্যত্বহীন মানুষ জীবনে উন্নতি করতে পারে না, পারলেও আত্মতৃপ্তি বা আত্মসুখ পায় না।

প্রাবন্ধিক মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচতলা এবং মানবসত্তা ওপরতলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে পৌঁছানোর সিঁড়ি হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার আসল কাজ হলো মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো।

লোভ এর ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যু হয়। শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিক বলতে লেখক মনুষ্যত্বের দিকটিকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ মানবীয় গুণাবলী অর্জন করতে পারে। ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত বুঝতে পারে। তাই লেখক শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিকে শ্রেষ্ঠ দিক বলেছেন।

মানুষ যদি জীবসত্তার প্রয়োজনটাকে বেশি গুরুত্ব দেয় তবে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। যেখানে আত্মবিকাশের সুযোগ নেই সেখানে মুক্তি নেই। মানুষ মনের প্রসারতা ঘটিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা শুধু জ্ঞান পরিবেশন করে না; অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষাই মানুষকে ভালো-মন্দ বিবেচনা করতে শেখায়। শিক্ষিত মানুষ লোভের ফাঁদে পা দিতে ভয় পায়। শিক্ষার ফলে চিন্তা বুদ্ধি ও আত্মবিকাশের পথ সে পায়।

প্রশ্ন: শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিকে লেখক শ্রেষ্ঠ দিক বলেছেন কেন?
প্রশ্ন: আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না কেন?